১৫/৮/৮৮
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...
দৈনিক ইনকিলাব

C14

কিণ্ডারগার্টেন ঃ জাতীয় নীতি চাই

কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য এবং এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ মান, ছাত্র বেতন, পাঠ্যসূচী ইত্যাদি নিয়ে এ যাবৎ বহু কথা হয়েছে। কথা হয়েছে, কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে সরকারী নীতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও। সে সব কথার বিশদ বিবরণ তুলে ধরার অবকাশ থাকলেও পরিসর স্বল্পতার কারণে আমরা এ সম্পর্কিত দু'চারটি কথাই কেবল এখানে তুলে ধরতে চাই। ওয়াকিবহাল ব্যক্তি মাত্রেরই জানা, স্বাধীনতার পর পরই এ দেশে কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। সে হিড়িক কম-বেশী এখনও লক্ষ্যযোগ্য। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিতে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে আসন স্বল্পতা এবং প্রাথমিক শিক্ষার মানাবনতি এ জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠাকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করে। তবে মূলতঃ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই কিণ্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। এক শ্রেণীর উদ্যোক্তা উদ্ভুত পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কিণ্ডারগার্টেন গড়ে তোলে এবং তাদের দেখা দেখি পরবর্তীতে আরও উদ্যোক্তা এ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। লাভের বিষয়টি প্রধান বিবেচনা পাওয়ায় দেখা যায়, অধিকাংশ কিণ্ডারগার্টেনেই শিক্ষার কাম্য পরিবেশ নেই। দ্বিতীয়তঃ ছাত্র বেতন এতো বেশী যে, এখানে স্বল্প আয়ের, মধ্যম আয়ের এমনকি উচ্চ মধ্যম আয়ের লোকদেরও ছেলে-মেয়ে পড়ানো অসম্ভব। তবু নিরূপায় হয়ে ছেলে-মেয়ের ভাল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অনেকেই এসব স্কুলে ছেলে-মেয়ে পড়িয়ে থাকেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, কোনো কিণ্ডারগার্টেনেই সম্ভবতঃ একশ' টাকার কম বেতন নেই। যে কোনো অভিভাবকের জন্যই এই বেতন একটা জুলুম মাত্র। প্রথম দিকে কিণ্ডারগার্টেনের লেখাপড়ার মান কিছুটা ভালো ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ দাবী করার উপায় নেই। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কিণ্ডারগার্টেনগুলোর প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা পাঠ্যসূচী রয়েছে। বোর্ডের পাঠ্যসূচীকে এদের অধিকাংশই বড় একটা কেয়ার করে না।

ফলে উচ্চতর শ্রেণীতে পড়তে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের নানা রকম বিপাকে পড়তে হয়। সবচে' পরিপাতের বিষয়, কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে সরকারী কোনো নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গী আজও ঘোষিত হয়নি। সারাদেশে কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা কতো, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা জানে না। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে না-কি বর্তমানে এ ব্যাপারে একটি জরিপ চলছে। বেসরকারী হিসাব মতে, কিণ্ডারগার্টেনের সংখ্যা আড়াই হাজারের মতো। এর মধ্যে রাজধানীতেই রয়েছে সতরশ'। এসব কিণ্ডারগার্টেনে রয়েছে পাঁচ লাখ ছাত্র-ছাত্রী, পঁয়ত্রিশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পাঁচ হাজার কর্মচারী। দেশে শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যখন যথেষ্ট অভাব, তখন কিণ্ডারগার্টেনগুলো শিক্ষা বিস্তারে এক বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে যদি এদের পরিচালন ব্যবস্থায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং সরকারী অনুমোদন ও নীতিমালার ভিত্তিতে সেগুলো পরিচালিত হয়। কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের মূল্যায়ন এবং সুপারিশ এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কমিশন বলেছেঃ কিণ্ডারগার্টেনগুলো মূলতঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি। এর সামাজিক নীতিদর্শন, শিক্ষা পদ্ধতি এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শিশুদের মানসিক বিকাশের সম্পর্ক ক্ষীণ। সরকারী নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এসব স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠ্যক্রম অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মতানুযায়ী নির্ধারিত। এদের সময়সূচী, শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ এবং তা শিশুদের বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। শিক্ষা কমিশন এসব কারণেই কিণ্ডারগার্টেনগুলোকে সরকারী অনুমোদন দান ও তাদের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ দাবি করেছে এবং বলেছেঃ এসব স্কুলে প্রয়োজনীয় জমি, ঘরবাড়ী ও সুস্থ পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে; শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদের জন্যে প্রবর্তন করতে হবে বেতনক্রম ও নিয়োগবিধি। অতপর আমরা বলতে চাই; এসব করতে হলে কিণ্ডারগার্টেন সম্পর্কে একটি জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও ঘোষণা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এদিকে অবিলম্বে যথাযথ দৃষ্টি দেবে, এটাই আমরা আশা করি।